দৈনিক ইনকিলাব

০২

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ...

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দু'লাখ কর্মচারীর চাকরিবিধি এক দশকেও বাস্তবায়িত হয়নি

মোহাম্মদ আবদুর রহিম ॥ দেশের ২৬ হাজার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২ লাখ কর্মচারীর কোন চাকরিবিধি নেই। সরকারী নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও গত ১ দশক তাদের চাকরি বিধির ফাইল আমলাতন্ত্রের জালে আটকা পড়ে আছে। ফলে হয়রানি ও নির্যাতনই তাদের নিত্যসংগী।

সরকারী নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক পর্যায়ে সব কিছুই চলে একটি নিয়ম বা বিধানের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সারাদেশে ২৬ হাজার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২ লাখ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর চাকরি জীবন চলছে কোন প্রকার সরকারী বিধি বা নিয়ম ছাড়াই। শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশসহ সরকারী সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও আমলাতন্ত্রের জালে আটকা পড়ে থাকায় গত ১ দশকেও বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি বেসরকারী শিক্ষা

৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দু'লাখ কর্মচারী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠান কর্মচারী চাকরিবিধি।

গত ১ যুগেরও বেশী সময় ধরে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা সমিতি এবং ফেডারেশন গঠনের মাধ্যমে তাদের চাকরির নিরাপত্তার জন্য একটি সরকারী চাকরিবিধি প্রণয়নের দাবী করে আসছে। কর্মচারীদের দাবীর প্রেক্ষিতে বর্তমান অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এবং ১৯৯২ সালের শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার কর্মচারীদের দাবীদাওয়াসহ তাদের চাকরিবিধির নথি ২ সপ্তাহের মধ্যে তার নিকট দাখিলের নির্দেশ দেন (স্বারক নং ৫৬৫, তাং ২৮-১০-৯২) মন্ত্রীর নির্দেশের প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে সরকারী নির্দেশ (জিও) সম্বলিত একটি চিঠি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা

পরিচালক এবং তৎকালীন ৪ বোর্ডের চেয়ারম্যানদের নিকট প্রেরণ করা হয় (স্মারক নং শাঃ ১১/বিবিধ-২/৯৪/৬৪(৫) শিক্ষা ২০-০১-৯৪)। কিন্তু প্রায় ১ বছরেও কর্মচারীদের চাকরি বিধি কার্যকর না হওয়ায় ১৯৯৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর তৎকালীন শিক্ষা সচিব ইরশাদুল হককে তা অবহিত করা হলে সচিব উপ-সচিবকে (বিদ্যালয়) 'চাকরি বিধি প্রক্রিয়াকরণ' বলে লিখিত নির্দেশ দেন। এ নির্দেশের প্রেক্ষিতে শিক্ষা অধিদপ্তর হতে সাবেক পরিচালক মোঃ যবদুল হক প্রণীত একটি খসড়া চাকরি বিধি ২৮ ডিসেম্বর ৯৪ তারিখে শিক্ষা সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে শিক্ষা সচিবের দপ্তর হতে এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে তৎকালীন আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেকের বরাবরে একটি ডিও লেটার পাঠান (স্মারক নং আঃসঃ ১৯৫/৯৬ তাং ১২-১০-৯৬)। এরপরও এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গৃহীত না হলে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশনের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষাসচিব বরাবর স্মারকলিপি এবং তাগাদাপত্র প্রেরণ করা হয়।

এমতাবস্থায়ও কাজে অগ্রগতি না হলে গত ৩১-৫-২০০০ তারিখে শিক্ষা অধিদপ্তরের ডিজিকে আরও একটি তাগাদাপত্র দেয়া হলে অধিদপ্তর থেকে নতুন করে কর্মচারীদের চাকরি বিধির ফাইল খোলার মাধ্যমে বিষয়টিকে একশ' থেকে পুনরায় শূন্যে নামিয়ে দাফন করা হয়। এ অবস্থায় কর্মচারী ফেডারেশন আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণার মাধ্যমে কর্মচারী সংগ্রাম কমিটি গঠন করে জনাব মিজানুর রহমান মণ্ডলের নেতৃত্বে আন্দোলন অব্যাহত রাখে। পরবর্তীতে শিক্ষক সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি এবং শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট গঠনের পর গত ২৪-৮-২০০০ তারিখে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে বৈঠক করে ৯ দফা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মচারীদের চাকরি বিধি বাস্তবায়নের কার্যক্রম ভেস্তে যায়। অতঃপর কর্মচারী ফেডারেশনের নতুন কমিটি গঠিত হলে ফেডারেশনের সভাপতি মিজানুর রহমান মণ্ডলের নেতৃত্বে ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ গত ১২ ফেব্রুয়ারী ২০০২ তারিখে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর সাথে তার দপ্তরে এক বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠকের প্রেক্ষাপটে মন্ত্রীর নির্দেশের প্রেক্ষিতে এ সংক্রান্ত একটি ফাইল সচিব, যুগ্মসচিব এবং উপ-সচিব হয়ে সহকারী সচিবের টেবিলে গিয়ে নথিটি থমকে যায়। নেপথ্যের কারণ জানতে চাইলে সহকারী সচিবের টেবিল থেকে বলা হয়, '১৯৯৪ সালের ফাইল না পাওয়ার কারণে নথি পুটআপ করা যাচ্ছে না।'

এভাবেই সারাদেশের ২ লাখ কর্মচারীর চাকরি বিধি আমলাতান্ত্রিক জালেই আবদ্ধ থেকে যাচ্ছে। বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি। অপরদিকে চাকরি বিধির অভাবে হাজার হাজার কর্মচারী প্রতিনিয়ত তাদের চাকরি নিয়ে হয়রানি, নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়ে আসছেন। এমতাবস্থায় কর্মচারী ফেডারেশন এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে চিঠি দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর হতে এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে তা জানাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।